ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Study Material – 7

Subject: Bengali **শ্রেণী নবম** **Date: 09-May-20**

পাঠ – প্রফেসর শঙ্কু (ব্যোম যাত্রীর ডায়রি)- সত্যজিৎ রায়

লেখক পরিচিতি:

বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৌত্র এবং সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায় ১৯২১ সালের ২ মে জন্মগ্রহণ করেন।কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন কিন্তু তা শেষ না করেই কলকাতা চলে আসেন। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি সত্যজিৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে এটিকেই সত্যজিৎ তার প্রথম চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।এই উপন্যাসের একটি শিশু সংস্করণ "আম আঁটির ভেঁপু"র প্রচ্ছদের ডিজাইন করেছিলেন তিনি।শিশু-কিশোর সাহিত্যে সত্যজিতের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ সৃষ্ট জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের একটি হলো গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু ।সত্যজিৎ রায়ের পাওয়া বিভিন্ন পুরস্কারের মধ্যে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের কথা বলতেই হয় যেটি ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার হিসেবে পরিচিত।

বিষয় সংক্ষেপ:

গল্পকথক যখন পুজো সংখ্যার একটি লেখার প্রুফ দেখছেন তখন তার পূর্বপরিচিত তারক চাটুজ্জে তাকে প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর একটি ডায়েরি দিলেন। সুন্দরবনের উল্কাপাতের পর বাঘছাল খুঁজতে গিয়ে উল্কাপাতের গড়তে কয়েকটি গোসাপের ছালের সঙ্গে এই লাল রঙের ডায়রীটা পান তিনি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী শঙ্কু কে লেখক চিনতেন। তিনি শুনেছেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে হয় তিনি হয় মৃত, নয়তো কোথাও লুকিয়ে থেকে তার বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন।লেখক এর বিনিময় তারক চাটুজ্জেকে কুড়িটা টাকা দেন এরপর লেখকেরা বাড়িটার কথা মনে ছিল না। যেদিন ডাইরিটা আবার তার চোখে পড়ল,তিনি দেখলেন এর ভেতরের লেখার রং লাল। তার মনে হলো আগে যেন তিনি দেখেছেন কলির রং সবুজ। পরে যখন তার চোখের সামনেই কালির রং পাল্টে পাল্টে সবুজ থেকে নীল,নীল থেকে হলুদ হলো তখন তার অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল। লেখকের কুকুর সেটাতে দাঁত বসালেও তার কাগজ ছিঁড়ল না। লেখক দেখলেন এর কাগজ রবারের মত টান দেওয়ায় বাড়ে এবং ছাড়লে একই হয়ে যায়। আগুনেও ডাইরিটা পোড়ে না।এরপর লেখক রাত তিনটে পর্যন্ত এই ডাইরি পড়ে শেষ করলেন এবং পাঠকের হাতে লেখা তুলে দেওয়ার কথা বলে জানালেন যে এই লেখার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ভার পাঠকেরই।

এরপর যদি ডাইরিটা তারিখ অনুযায়ী পর পর পর আমরা দেখতে পাই তাহলে দেখা যাবে সেখানে লেখা রয়েছে বিভিন্ন তারিখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু করে মোটামুটি ১১ ই জানুয়ারি পর্যন্ত পরপর তারিখের বর্ণনা থাকলেও তারপর ২১ এবং ২৫ তারিখের কথা তিনি লিখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তার ভৃত্য প্রহ্লাদের কথাও গল্পে এসেছে।

২৫জানুয়ারি শঙ্কু লিখেছেন বিধুশেখরকে তিনি বাংলা শেখাচ্ছেন এবং তাকে কেমন লাগছে

জিজ্ঞাসা করলে সে নিজের উচ্চারণে জানায় 'ভালো' ।এ ছাড়াও সে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা গানটিও গায়।
মঙ্গল গ্রহে নামার আগে বিধু শেখর যন্ত্রপাতি বোর্ডের কাছে গিয়ে যে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে টানলে উল্টোদিকে যাত্রা করে সেটির কাঁধের বোতাম টিপে তাকে অসাড় করে আবার মঙ্গলের দিকে রোবটের মুখ ঘোরান।প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ,অস্ত্র নিয়ে তারা মঙ্গলে নামেন। সেখানকার জল পান করে প্রফেসর দেখেন তা যেন অমৃত তুল্য। শঙ্কুর সঙ্গে প্রহ্লাদ ও নিউটন মঙ্গল গ্রহের মাটিতে নামলেও বিধুশেখর নামেনি।সে জানায় ভীষণ বিপদ। এরপর শঙ্কুরা এক ভীষণ বিপদের মুখে পড়েন। একটা অদ্ভুত তিন হাত লম্বা পা ওয়ালা ,হাতের বদলে মাছের মত ডানাওয়ালা, বিরাট মাথায় মুখ জোড়া দণ্ড হীন হা-ওয়ালা মুখের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড সবুজ চোখ সর্বাঙ্গে মাছের মত চকচকে আঁশ বিশিষ্ট প্রাণীকে দেখে নিউটনকে তার হাতের মুঠোয় ধরে প্রহ্লাদ দৌড় দেয়। এভাবে গল্পের গতি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে।

তারপর প্রসঙ্গক্রমে গল্পে তারা টাফার সন্ধান পায় ।যেটি চাঁদের মত ঝলমলে সাদা কিন্তু নিষ্কলঙ্ক একটি গ্রহ।বিধুশেখর জানায় এই গ্রহের প্রাণীরা খুব বুদ্ধিমান ।পৃথিবীর থেকেও এদের সভ্যতা পুরনো। একসঙ্গে বেশি বুদ্ধির প্রাণী বাস করায় সমস্যা হচ্ছে, তাই তারা অন্য গ্রহ থেকে কম বুদ্ধির প্রাণী এনে বাস করাচ্ছে। টাফায় নেমে শঙ্কু দেখেন এখানে আসলে বাস করে পিঁপড়ে জাতীয় এক ধরনের প্রাণী ।এরা মাটির নিচে গর্তে বাস করে শঙ্কু ও তার সঙ্গীদের তারা অভ্যর্থনা জানায়। শঙ্কু বুঝলেন বিধু শেখর মিথ্যা বলেছে ।এরা মানুষের থেকে ঢের পিছিয়ে আছে। শঙ্কুর মনে হলো এরা এতটাই নিচু জাতের প্রাণী যে হাঁচতেও শেখেনি। ওদিকে বিধু শেখর কেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ।এরপর শঙ্কু ও ডায়েরি লেখা বন্ধ করেছেন।সবশেষে লেখক জানাচ্ছেন যে লেখাটা কপি করে প্রেসে দেওয়ার পর তিনি ডাইরিটা তাক থেকে নামাতে গিয়ে দেখেন ডেও পিপঁড়ের দল সেটাকে প্রায় শেষ করে এনেছে। যেটুকু বাকি ছিল তাও লেখক এর সামনে তারা শেষ করে ফেলল। যে জিনিসটাকে লেখকের অবিনশ্বর বলে মনে হচ্ছিল তা এভাবে নষ্ট হবে লেখক ভাবতেও পারেননি। পাঠকের কাছে তার জিজ্ঞাসা তারা কিছু বুঝতে পেরেছ কিনা।এভাবেই প্রফেসর শঙ্কুর অন্তর্গত ব্যোমযাত্রীর ডায়রির কাহিনী লেখক শেষ করেছেন।

শব্দার্থ:

আশ্চর্য :অবাক
এক্সপেরিমেন্ট :পরীক্ষা-নিরীক্ষা
গা ঢাকা দেওয়া: লুকিয়ে থাকা
গোসাপ: হলদে রংয়ের একটি টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ
কাণ্ডকারখানা :কাজকর্ম
ল্যাবরেটরি: গবেষণাগার
চলন্তিকা :বাংলা ভাষার অভিধান
ক্ষতিপূরণ: লোকসানের মূল্যদান
কুলিয়ে :জায়গা হয়ে যাবে
রসিকতা: ঠাট্টা
পরিকল্পনা :কার্যপ্রণালী চিন্তা বা নকশা
গুলঞ্চ :এক ধরনের লতানো গাছ
বটিকা ইন্ডিকা :শঙ্কু আবিষ্কৃত একপ্রকার বরি
ফ্যাসাদ: বিপদ
স্যাঁতস্যাঁতে: সামান্য ভিজে ভাব
অজ্ঞাত:অজানা

নিষ্কলঙ্ক: কলঙ্কহীন
উদরসাৎ :খাওয়া

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ধর্মী প্রশ্ন:

১/ব্যোম যাত্রীর ডাইরি শঙ্কুর কততম কাহিনী?

উঃ ব্যোম যাত্রীর ডায়েরি শঙ্কুর প্রথম কাহিনী

২/লেখক প্রফেসর শঙ্কুর ডাইরিটা কোথায় রেখে দেবার কথা ভেবেছিলেন?

উঃ লেখক প্রফেসর শঙ্কুর ডাইরিটা জাদুঘরে রেখে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন।

৩/প্রহ্লাদ কখন ইষ্ট নাম জপ করছিল?

উঃ বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে দিয়ে যখন শঙ্কুর মহাকাশযানটি যাচ্ছিল তখন প্রহ্লাদ ইষ্ট নাম জপ করছিল।

৪/কিজন্য বিধু শেখর শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে?

উঃ প্রহ্লাদ এর মুখে রামায়ণ ও মহাভারত শোনার ফলে বিধুশেখর শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে।

৫/ব্যোম যাত্রীর ডায়েরি গল্পে লেখক কিভাবে শঙ্কুর ডাইরিটা পেয়েছিলেন?

উঃ সত্যজিৎ রায় লিখিত গল্প ব্যোম যাত্রীর ডায়েরীতে লেখক যখন পুজোসংখ্যা দেখছিলেন, তখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার বাবার পরিচিত তারক চাটুজ্জে নামক এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে দেখে লেখক এর গরিব বলে মনে হয় তিনি মাঝে মধ্যে কয়েকটা গল্প এনে দিতেন। লেখা তেমন ভালো নয়। তবু তিনি তারক চাটুজ্জেকে টাকা দিতেন। এবার তিনি একটি ডায়েরি লেখককে দিয়ে বললেন এটা প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি। প্রফেসর শঙ্কুর নাম আগেই লেখক শুনেছিলেন। তিনি গত ১৫ বছর ধরে নিরুদ্দেশ।কেউ বলেন তিনি মারা গেছেন।কেউ বলেন তিনি ভারত বর্ষের কোন একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।সময় হলেই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।যাইহোক সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে উল্কাপাতের পর তারক বাবু বাঘছাল সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রফেসর শঙ্কু আশ্চর্য ডাইরিটি উদ্ধার করেন। কুড়ি টাকার বিনিময় তারক বাবু লেখককে ডাইরি টি দিয়েছিলেন।

৬/টাফা গ্রহে শঙ্কু দের অভিযান সম্বন্ধে লেখ।

উঃ সত্যজিৎ রায় রচিত ব্যোম যাত্রীর ডায়েরি কাহিনীতে টাফা গ্রহে শঙ্কু রা অদ্ভুতভাবে পৌঁছেছিলেন। শঙ্কু রা মহাকাশ পথ পেরিয়ে অনির্দিষ্টভাবে উড়ে চলে ছিলেন।নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা মহাকাশের মধ্যে এমন একটা জায়গায় পৌছলেন যেখানে বড় বড় পাথরের চাঁইতে আকাশ ভর্তি। শঙ্কু দের মহাকাশযান যখন কোন ক্রমে সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলছিল তখন সবাই ভয় পেলেও বিধুশেখর নির্বিকার ছিল ।সে মুখে টাফা শব্দটা উচ্চারণ করে চলছিল। এর মধ্যেই শঙ্কু দের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ঝলমলে সাদা নির্মল নিষ্কলঙ্ক একটি

গ্রহ।বিধুশেখর এই গ্রহটি দেখে বলেছে এই গ্রহে সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোক বাস করে। বিধুশেখর আরও বলেছিল টাফা গ্রহে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী একসঙ্গে থাকায় সমস্যা হচ্ছে। তাই তারা কম বুদ্ধি প্রাণী এনে তাদের গ্রহে রাখছে। টাফায় অবতরণ করে শঙ্কু ও তার সঙ্গীরা খুব ভালো অভ্যর্থনা পেলেন পিঁপড়ে জাতীয় প্রাণীদের কাছ থেকে। তারা মাটির নিচে বাসা বানিয়ে বাস করে। শঙ্কু বুঝলেন যে এরা মানুষের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। মিথ্যে বলার লজ্জায় সম্ভবত এই গ্রহে নেমেই বিধুশেখর উধাও হয়ে যায়। প্রহ্লাদ ও নিউটন বেশ ভালো ছিল।কিন্তু শঙ্কু কারো সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতে পারছিলেন না বলে মন বিশেষ ভাল ছিলনা।এই গ্রহে কয়েকদিন যাবার পর শঙ্কু বুঝলেন যে, এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনে লেখার মত তেমন কিছু ঘটবে না ।তাই তিনি ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিলেন।

Teacher's Name: Antara Ghosh